দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা খাতে ব্যয় সবচেয়ে কম

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিবেদন

- বাজেটের ১১ ভাগ ব্যয় শিক্ষা খাতে
- বেশি ব্যয় প্রশাসনিক, শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতা ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে

॥ নিজামুল হক ॥

উচ্চ শিক্ষার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কম ব্যয় হচ্ছে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে। বেশি ব্যয় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারির বেতন-ভাতা, প্রশাসনিক ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সর্বশেষ ৩৪তম বার্ষিক প্রতিবেদনে এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অন্যান্য খাতে ব্যয় কমিয়ে শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির তাগিদ দিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ প্রতিবেদন প্রকাশের অনুমোদন দেন। শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে কম এবং বেতন ভাতাদি খাতে ব্যয়ের কারণ হিসাবে কমিশন উল্লেখ করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালা উপেক্ষা করে জনবল নিয়োগ এবং পদ সৃষ্টির ফলে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, পদোন্নতি/আপগ্রেডেশন ও সিলেকশন গ্রেড প্রদানের ফলে পেনশন খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি, পরিবহন, বিদ্যুৎ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্কুল এবং কলেজে বেশি বরাদ্দ দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় কম।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন-ভাতাদি খাতে (১২শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে

(প্রথম পৃঃ পর)

শিক্ষাব্যয় হয়েছে মোট ব্যয়ের ৭২ শতাংশ। বাজেটের সিংহভাগ বেতন-ভাতাদি খাতে ব্যয়ের পর অবশিষ্ট ১৭ ভাগ প্রশাসনিক ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মিটিয়ে মাত্র ১১ ভাগ শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে খরচ করা হয়। ঐ অর্থ বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিট ব্যয় ৫৬৩ কোটি টাকা হলেও শিক্ষা খাতে খরচ করা হয়েছে মাত্র ৭২ কোটি ৪০ লাখ টাকা। বেতন-ভাতাদি খাতে ৪১১ কোটি ৯৫ লাখ, সাধারণ আনুষঙ্গিক খাতে ৯২ কোটি এবং পেনশন খাতে ৬৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাদ্দ ৬৮২ কোটি টাকা হলেও শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় দেখানো হয়েছে মাত্র সাড়ে ৮২ কোটি টাকা, সাধারণ আনুষঙ্গিক খাতে ৮৫ কোটি, পেনশন খাতে ৭০ কোটি এবং মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ২২ কোটি টাকা। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ ১২ শতাংশের ওপরে নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ১৪২ কোটি টাকা অনুন্নয়ন বাজেটের মধ্যে ১৩ কোটি ৭০ লাখ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮২ কোটি ৯৩ লাখ টাকার মধ্যে ৬ কোটি ৪০ লাখ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫ কোটি ৮০ লাখ টাকার মধ্যে ৬ কোটি ২৫ লাখ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৫ কোটি টাকার মধ্যে ৫ কোটি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৫ কোটি টাকার মধ্যে ৬ কোটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৮ কোটি ৪০ লাখ টাকার মধ্যে মাত্র ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় হচ্ছে।

কমিশন তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উদার আপগ্রেডেশন এবং অনিয়মিতভাবে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের ফলে উচ্চ পর্যায়ে অবসরগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অবসরকালীন ভাতা, প্রাপ্য ছুটি নগদীকরণ ও আনুতোষিক পরিশোধ করতে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। সরকার কর্তৃক পেনশন সমর্পণের ফলে বেতন-ভাতা খাতে বরাদ্দ ও অবসর ভাতা তহবিলের ওপর বর্ধিত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া দেশের পুরাতন ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পেনশন গ্রহণের হার বৃদ্ধি, শতভাগ পেনশন সমর্পণ এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পেনশন গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে ৬৫ বছর উন্নীত করার ফলে পেনশন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ খাতে খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০১ সালে এ খাতে প্রকৃত খরচ ছিল ১৪ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। ২০০৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২০ কোটি ৩৫ লাখ। অথচ এ ছয় বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে ৭টি। হলগুলোতে হিটার ব্যবহার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আবাসিক শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নিকট থেকে পিডিবি'র নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিদ্যুৎ বিল আদায় করা হচ্ছে। ফলে এ বিপুল অংকের ভর্তুকি প্রদানের কারণে বাজেটের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। পরিবহন ব্যয় বাড়লেও এক্ষেত্রে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ খুবই কম। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত স্কুল এবং কলেজের খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে বাজেটে চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নাম পরিবর্তন করে উচ্চ শিক্ষা কমিশন করা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য পৃথক ও উপযুক্ত বেতন কাঠামো প্রণয়ন, ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নতুন বিভাগ খোলা, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের চলমান প্রবণতা বন্ধ করা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পেনশন অভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাসহ ২৫ টি সুপারিশ দিয়েছে।